জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন খন্দকার মুহিজ। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস্তামুল হকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. এ.টি.এম. আবু সাঈদ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, তানভীর মেহেদী ইমন, হাসনাত জামান ও আশিক রাব্বি।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া মেহেরপুরের জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা স্মারক ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ও ভুবন চন্দ্র হালদার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, সদর উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

গাংনীতে পুলিশের ব্লক রেইড অভিযান, গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করেছে গাংনী থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানটিতে ডিবি পুলিশ ও র্যাবের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে শিপন (৪৫), ইয়াদ আলীর ছেলে ফজল (৬৫), দুলালের ছেলে রানা (২১), ফজলের স্ত্রী তানজিরা খাতুন (৫৪) ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের তাজউদ্দিনের ছেলে জাহিদকে (২৮) আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় আটক ব্যক্তিদের বাড়ির বিভিন্ন জায়গা তল্লাশি করে প্রায় ৫ কেজি গাঁজা, ১০টি ইয়াবা বড়ি ও একটি পরিত্যক্ত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কয়েকজন পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে গাঁজা, ইয়াবা বড়ি ও মোটরসাইকেলসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হবে।’

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউপিতে

প্রশাসক ও কর্মকর্তার পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে এডিবি প্রকল্পে মানহীন কাজ করে বরাদ্দ লুটপাটের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার টাকা ভাগ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রকিব উদ্দীনের বিরুদ্ধে এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন রাজস্ব খাতের আনুমানিক ৩ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন প্রশাসক রকিব উদ্দীন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন স্বীকার করছেন তার কাছ থেকে প্রশাসক ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এডিবি, কাবিখা, টিআরসহ বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে সেখান থেকে লাভের অর্থ ভাগাভাগি করা হয়েছে। তারা এসব প্রকল্পের কাজ, ব্যয় ও অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত লাভ নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং এর আগেও সিলিং ফ্যান প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে প্রশাসক মোঃ রফিক উদ্দীন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন সেবা খাতের আনুমানিক প্রায় ৩ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এগুলো খতিয়ে দেখার কারণে বিভিন্ন সময় তিনি অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও সম্মানহানি করার চেষ্টা করছেন।

তিনি আরও বলেন, ৫৪ বছরের খাজনার প্রায় ৭ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে, সেখানে মাত্র ১০ হাজার টাকার কিছু বেশি জমা হয়েছে। এছাড়া নাগরিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, প্রিন্টিং প্রেস, অনার বোর্ড ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন খাতে কিছু টাকা ব্যয় হয়েছে ।

কর্মকর্তা নানা অনিয়ম খতিয়ে দেখার কারণেই তার বিরুদ্ধে

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিক উদ্দীনকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন।

এ বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, আমার বিরুদ্ধে প্রশাসক মিথ্যা বলছেন। আমি হিসাব দিয়েছি।

এদিকে ট্যাক্সের টাকা লুটপাট, রাস্তায় নিম্নমানের ইট, নিম্নমানের সিলিং ফ্যান সহ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের লাখ লাখ টাকা নয়ছয় করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে “৩৬ জুলাই: রঙে রঙে স্বাধীনতার গল্প” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল স্কুলে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও জাতীয় ইতিহাসকে রঙ-তুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে।

আয়োজকরা জানান, নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তচিন্তা ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

গাংনীতে রাস্তা পারাপারের সময় মটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া বাজার এলাকায় দ্রুতগতির মটরসাইকেলের ধাক্কায় জাহানারা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ জুলাই) সকাল নয়টার দিকে মটমুড়া বাজার এলাকায় সড়কপারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথমে স্থানীয়রা আহত জাহানারাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিয়ে গেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক জাহানারা দেখে মৃত ঘোষণা করে।

নিহত জানারা গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত শামসুল আলীর স্ত্রী।

৫ নম্বর মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহাজান আলী জানান, জাহানারা খাতুন মেয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে একটি মটরসাইকেল এসে ধাক্কা দিলে গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিলে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া নেয়া হলে সেখানে থাকা চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক

জনকল্যাণ সংস্থার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এবং মুক্তি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কসবায় এ মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে প্রায় দেড় শতাধিক অসহায় ও সাধারণ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ গ্রহণ করেন।

আয়োজকরা জানান, এলাকার দরিদ্র ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাম্পে আগত রোগীদের বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম, সিয়াম, সাব্বির, সোহেল, শামীম, আকাশ, জুবায়েদ প্রমুখ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজের অসহায় মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তারা নিয়মিত এমন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দাবি জানান।

মেহেরপুরে কৃষকদের মাঝে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে জেলা পরিষদ হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ছেলে ভাগ্নে ভাস্তে সহ ৫ জনকে নিয়োগ, বেতনের চেষ্টায় তদবির, শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে জাল স্বাক্ষর করে ছেলে ভাগ্নে ও ভাস্তে সহ ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরের বিরুদ্ধে।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ও সদস্য সচিব সহ কয়েকজনের জাল স্বাক্ষর করে নিয়োগ দেওয়ার পর তাদের বেতন করার জন্য নানা ভাবে শিক্ষা অফিসারের কাছে তদবির ও চাপ প্রয়োগ করছে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফর ও তার শ্যালক আওয়ামী লীগ নেতা করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুল মান্নান।

এদিকে জালিয়াতির ঘটনায় কেন এমপিও বন্ধ করা হবে না পত্র প্রাপ্তির তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণকসহ লিখিত দিতে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

নিয়োগের কাগজপত্র যাচাই করে দেখা গেছে,২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সুপার আবু জাফরের ছেলে ইয়াসির আরাফাতকে ল্যাব সহকারী,ভাগ্নে ও তার শ্যালক আওয়ামীলীগ নেতা করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুল মান্নানের মেয়ে সাদিয়া মান্নানকে মায়াকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর,ভাইয়ের ছেলে মনিরুল ইসলামকে নিরাপত্তা প্রহরী,রোজিনা খাতুনকে আয়া ও মাসুমকে পরিচ্ছণ্নতা কর্মী পদে নিয়োগ দিয়েছে। তবে কোথায়, কখন ও কিভাবে পরীক্ষা হয়েছে সে বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সহ সংশ্লিষ্টদের কেউই কিছু জানেন না। নিয়োগপ্রাপ্তরা ২৩ অক্টোবর কাগজে কলমে যোগদান করেছে। তবে জাল স্বাক্ষর ও ভুয়া কাগজপত্রের কারনে কারোর বেতন ভাতা হয়নি। এবিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

এর আগে দুটি অপ্রচলিত পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে স্থানীয়রা স্বজনপ্রীতি ও নিয়োগ বানিজ্য বন্ধে মহাপরিচালক সহ বিভিণ্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

করমদি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সুজন মাহমুদ বলেন, নিয়োগের বিষয়ে জানতে গ্রামের একাধিক মানুষ মাদ্রাসায় গেলেও সুপার কোনো তথ্য দেননি। বিভিন্ন আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে পদে ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিয়োগ দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে।

তবে সুষ্ঠ তদন্ত করলে সুপার আবু জাফরের নিয়োগ সহ নানা অনিয়ম বের হয়ে আসবে।

করমদি মাঠপাড়ার রাসেল মাহমুদ জানান, তিনি একটি পদের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান তার কাছে ১২ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন। সে টাকা দিতে না পারায় অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব মোছা. শামসুন্নাহার বলেন, ফলাফল শিটে থাকা স্বাক্ষরটি তার নয়। পরীক্ষা কবে, কোথায় ও কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তার জানা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদ্রাসার কয়েকজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত বৈধভাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি, তবে নিয়োগের নামে স্বাক্ষর জাল করে আত্নীয় করন ও অবৈধ টাকা লেনদেন হয়েছে।

মাদ্রাসায় সুপার আবু জাফর জানান, নিয়োগ বৈধভাবে দেয়া হয়েছে। এবিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তিনি।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মান্নান বলেন নিয়োগ নিয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুল ইসলাম জানান, নিয়োগ সম্পন্ন ভুয়া ও জালস্বাক্ষরে হয়েছে। এছাড়া ডিজির যিনি প্রতিনিধি ছিলেন তার আদেশর বাতিল করেছে অধিদপ্তর। এছা শিক্ষা অফিসার হিসেবে তিনি কিছুই জানে না তবুও বেতন বিলে স্বাক্ষরের জন্য তদবির ও চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। জালিয়াতির ঘটনায় গত ২৩/০৫ ২০২৬ ইং তারিখে মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, মাদ্রাসায় পাঁচ জন কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি মনোনয়নের

পত্রটি স্থগিত হওয়া সত্বেও কিভাবে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করলেন? নিয়োগ পরীক্ষায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল সীটে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির কোন স্বাক্ষর নেই। তারপরও কিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন? বিধি বহির্ভূতভবে নিয়োগ প্রদান করে এমপিও প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? বিধি বহির্ভূত ভাবে নিয়োগ প্রদান ও এমপিও এর জন্য আবেদন করেছেন।

এমন বিধিবহির্ভূত কর্মের জন্য কেন আপনার এমপিও বন্ধ করা হবে না পত্র প্রাপ্তির তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণক সহ লিখিত দিতে বলেছেন। তিন কর্মদিবস পার হলেও তিনি কোন উত্তর দেননি বরং বিভিণ্ন ভঅবে বেতন করানোর জন্য তদবির করছেন। কারন দর্শানোর জবাব না দেওয়ার ঘটনায় ব্যস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মহাপরিচালকের প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক অর্থ মোহাম্মদ শুকুর আলম মজুমদার বলেন, তিনি কোন পরীক্ষার ফলাফল শীটে স্বাক্ষর করেননি। তার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে তরুণ খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের নতুন মদনাডাঙ্গা এলাকায় খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (৩ আগস্ট) বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আজমাইন হোসেন এলাকার ফুটবলপ্রেমী তরুণ খেলোয়াড়দের হাতে ফুটবল তুলে দেন। এ সময় তিনি যুবসমাজকে মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান।

ফুটবল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বাবলু, রাজনৈতিক সেক্রেটারি আফজাল হোসেন, ব্যবসায়ী আলিম ফরাজীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ফুটবলপ্রেমী খেলোয়াড়রা।

স্থানীয় খেলোয়াড়রা ফুটবল উপহার পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার দাবি জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, খেলাধুলা তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের লোডশেডিং, বাড়ছে দুর্ভোগ, বিপাকে কৃষক

মেহেরপুরে একদিকে রোদের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম, অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুৎতের ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। শহরে কিছুটা বিদ্যুৎ মিললেও গ্রামের অনেক এলাকায় দিন-রাত মিলিয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকছে না। গরমে অতিষ্ঠ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে প্রতিদিন। এতে বিপাকে পড়েছেন

শিক্ষার্থী, কৃষক,ব্যবসায়ী ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল কল কারখানার মালিকসহ সকল শ্রেনীপেশার মানুষ।

কতদিনে বিদ্যুতের এমন দুর্ভোগ কাটবে তা নিশ্চিত নয়,বলে জানিয়েছেন পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত অফিসের তথ্যমতে, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির আওতায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মিলে চুয়াডাঙ্গা সদর,আলমডাঙ্গা,জীবননগর, এবং দামুড়হুদা, এসকল এলাকায় ২ টি চুয়াডাঙ্গা ও কুস্টিয়া গ্রীডে ১৩২ /৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র এবং ১২ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে ৭৭ টি ১১ কেভি ফিডারের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ,২৪ হাজার ৬০০ গ্রাহক রয়েছেন। অত্র সমিতির বর্তমান

পিক ডিমান্ড ১৩৭ মেগাওয়াট।

এদিকে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট গ্রাহক রয়েছেন ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৫৯ জন। এদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক ১ লাখ ৭৭ হাজার,৯৮৮ জন,বাণিজ্যিক গ্রাহক ৯ হাজার ৭০২, শিল্প সংযোগ ২ হাজার ১৭৫, সেচ পাম্প রয়েছে ৩ হাজার ৪২৩ জন। অন্যান্য গ্রাহক রয়েছে ২ হাজার ৮৭১ টি। অত্রাঞ্চলে লোডশেডিং মুক্ত নিরবিছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহে ৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও অফ পিক আওয়ার রাত ১২ হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ৫৫ মেগাওয়াট চাহিদা থাকলেও পাপ্তি বিদ্যুত ৪০ মেগাওয়াট। এখানে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৫ মেগাওয়াট।

এবং পিক আওয়ার সন্ধা ৬ টা হতে রাত ১২ টা পর্যন্ত চাহিদা ৬২ মেগাওয়াট, পাপ্তি ৪১ মেগাওয়াট। ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২১ মেগাওয়াট। অফ পিক আওয়ারে লোডশেডিং ২৭% এবং পিক আওয়ারে ঘাটতি ৩০ থেকে ৩৪%।

জেলার গ্রাহকদের অভিযোগ, দাপ্তরিকভাবে বিদ্যুতের ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে,বাস্তবে তার চিত্র অনেকটা ভিন্ন। সারদিনে ৫/ ৬ ঘন্টা বিদ্যুত থাকছে না। এতে বিপাকে পড়েছেন গ্রাহক সাধারণ। গ্রাম ও শহরের মধ্যেও বিদ্যুত সরবরাহে রয়েছে বিস্তর বৈষম্য। শহরের তুলনায় গ্রামে চার ভাগের এক ভাগ বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে সব চেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, এখন বর্ষা মৌসুম হলেও বৃষ্টি নেই মেহেরপুরের আকাশে। ফলে প্রখর রোদে পুড়ছে মাঠের ফসল। প্রতিনিয়ত সেচ দিতে হচ্ছে ধান,মরিচসহ নানা ক্ষেতে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে আমন ধান রোপনের মৌসুম।

আমন ধান লাগানোর জন্য সেচের অভাবে জমি প্রস্তত ব্যহত হচ্ছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া গ্রামের কৃষক মুন্তাজ আলী বলেন, এখন শ্রাবন মাস,তবুও বৃষ্টি হয়নি প্রায় একমাস। প্রতিদিন ধানের জমিতে সেচ দিতে হচ্ছে। বিদ্যুত না থাকায় এক বিঘা জমিতে সেচ দিতে ৩/৪ বার বিদ্যুত চলে যায়। যায় ঘন ঘন,আসে দেরীতে। এতে বিদ্যুত বিল বেশি আসছে এবং মাঠেই দিন কাটছে। বিদ্যুতের এমন পরিস্থিতি থাকলে ধানের ফলন বিপর্যয় ঘটবে।

অন্যদিকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে অর্ধ বার্ষিকী পরীক্ষা। রাতের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুত না থাকায় পড়ার টিবিলে বসে কস্ট পাচ্ছেন এমন কথা জানিয়েছেন পরীক্ষার্থী সিমা আক্তার।

গাংনীর সাাহারবাটী বাজারের ওয়েল্ডিং ব্যবসায়ী বিষু কর্মকার জানান, তার দোকানে ৪ জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের প্রতিদিনের হাজিরা ৭০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা। বিদ্যুত না থাকলেও তাদের প্রতিদিনের হাজিরা দিতে হচ্ছে। বিদ্যুত না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সময় মতো কাজ দিতে পারছেননা গ্রাহকদের।

ভাটপাড়া গ্রামের কলেজ শিক্ষার্থী নুসরাত জামান বলেন, দিনে যেমন তেমন,সন্ধার পর বিদ্যুত না থাকায় পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। দ্রত সময়ের মধ্যে বিদ্যুত সরবরাহ ঠিক না হলে সিলেবাস শেষ হবে না।

মেহেরপুর জেলায় জেনারেল হাসপাতালসহ জেলায় চারটি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে। এবং বেসরকারি ক্লিনিক রয়েছে প্রায় অর্ধশত। কোনো হাসপাতালে নেই জেনারেটর ব্যাবস্থা। ফলে হাসপাতালে বিদ্যুত চলে গেলে রোগী ও তাদের স্বজনরা পড়ছেন কস্টে।

নিরবছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ চান ভুক্তভোগীরা। বিদ্যুত না পেয়ে কয়েক দফা বিদ্যুত অফিস ঘেরাও করেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। তাদের দাবী সারাদিনে মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়িতে এসে বিদ্যুত পাচ্ছিনা।

এবিষয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) স্বদেশ কুমার ঘোষ দৈনিক আগামীর সময়কে বলেন, মেহেরপুরে যে পরিমান বিদ্যুত প্রয়োজন তা পাচ্ছিনা। প্রতিদিন গড়ে ৩০/৩৪% লোডশেডিং থাকছে। শহরের দিকে গরুত্ব দিতে গেলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি নিরসনে জেলা প্রশাসকের কাছে গত ২৮ জুন বিদ্যুতের চাহিদা, সমাধানে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এখনও সুরাহা পাইনি। তিনি আরও বলেন, বিদ্যুত বরাদ্দ কম পাওয়ায় এমন সমস্যা তৈরী হয়েছে। কবে নাগাদ সমাধান হবে তা বলা যাচ্ছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী জানান, মেহেরপুর জেলায় সকল এলাকায় পর্যায়ক্রমে লোড ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে বিদ্যুত সচল রয়েছে।জাতীয় গ্রীড থেকে সমস্যা ঠিক হলে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।